আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম

জীবনেও সাথী মরণেও সাথী

Societies Registration Act
XXI of 1860-এর অধীনে নিবন্ধিত

স্থাপিত : ১৯০৫ খ্রিঃ

জীবনেও সাথী
মরণেও সাথী

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম

স্থাপিত : ১৯০৫ খ্রিঃ

(Societies Registration Act XXI of 1860-এর অধীনে নিবন্ধিত)

জীবনেও সাথী, মরণেও সাথী
আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম

প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২১

প্রচ্ছদ: সুমন রহমান

সূচি

১. অবতরণিকা/০৪
২. একনজরে আঞ্জুমান ও ফিরে দেখা/০৫
৩. আঞ্জুমানের ঠিকানা ও আঞ্জুমানে দান করার উপায়/০৬
৪. বিশিষ্ট প্রাক্তন সভাপতিদের নাম ও কার্যকাল/০৮
৫. ঢাকাতে আঞ্জুমান/০৯
৬. আঞ্জুমানের বিভিন্ন পদক ও সম্মাননা প্রাপ্তি/১০
৭. আঞ্জুমানের গঠনতন্ত্র, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়মরীতি/১১
৮. বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদ/১১
৯. দানসূত্রে পাওয়া আঞ্জুমানের সম্পত্তি/১৩
১০. বর্তমান সেবাধারা সমূহ/১৪
১১. লাশ পরিবহন ও দাফন সেবা/১৫
১২. চিকিৎসা সেবা, ফ্রি এম্বুলেন্স, মোবাইল ক্লিনিক ও দান ভিত্তিক সার্ভিস/১৬
১৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ও ফ্রি অর্থকরী শিক্ষাদান/১৬
১৪. আঞ্জুমানের শিক্ষা কার্যক্রমের বার্ষিক ব্যয়/২১
১৫. এতিমখানা পরিচালনা কার্যক্রম/২৩
১৬. আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম পরিচালিত ফ্রি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ/২৪
১৭. আপনিও একটি অনাথ শিশুর লালন-পালন করতে পারেন/২৪
১৮. আঞ্জুমানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট/২৫
১৯. স্বপ্নের ভুবন আঞ্জুমান জে. আর টাওয়ার প্রজেক্ট/২৫
২০. আঞ্জুমানের আয়ের উৎস/২৬
২১. আঞ্জুমান ট্রাস্ট ফান্ড/২৬
২২. আঞ্জুমানের শাখা সমূহ/২৭
২৩. সংবাদমাধ্যমে আঞ্জুমানের চিত্র/২৭
২৪. ওয়েবসাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আঞ্জুমান/৩২
২৫. আঞ্জুমানের প্রকাশনা/৩২

অধ্যায়-০১

অবতরণিকা

ইতিহাসের এক মর্মন্তুদ অধ্যায়। রাস্তায় লাশের সারি। দাফনের লোক নেই। পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে কিছু লাশ। কিছু ফেলে দেয়া হচ্ছে পানিতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত বহু লাশের এই ছিল শেষ পরিণতি। দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পরও তারা পায়নি যথাযথ দাফন। এ দৃশ্য অস্থির ও ব্যথিত করে শেঠ ইব্রাহীম মুহাম্মদ ডুপ্লেকে। তিনি ছিলেন ভারতের সুরাটের বাসিন্দা। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দানবীর। উপায় খুঁজতে থাকেন কী করা যায়। সময় ১৯০৫। ডুপ্লে প্রতিষ্ঠা করেন একটি সংস্থা। নাম দেয়া হয় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। যার বাংলা দাঁড়ায়– ইসলামি জণকল্যাণমূলক সংস্থা। মুসলিম লাশগুলো শরিয়াহ মতো দাফনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করে আঞ্জুমান। আবেদনে সাড়া মেলে দ্রুতই।

বেওয়ারিশ লাশ গ্রহণ করে দাফন কার্যক্রম শুরু করে আঞ্জুমান। শুরু হয় এক মহৎ কার্যক্রমের। ১১৫ বছরের বেশি সময় ধরে চলছে এই কার্যক্রম। আঞ্জুমান তার মানব সেবাধর্মী কর্মকাণ্ড পরে বিস্তৃত করেছে বহুক্ষেত্রে। এতিমদের লালন পালন, শিক্ষা, চিকিৎসায় অবদান রাখছে সংস্থাটি। দুর্যোগে পাশে দাঁড়াচ্ছে মানুষের। আর আঞ্জুমানের এই চলার শক্তিও মানুষ। মানুষের দান আর সহযোগিতাতেই এগিয়ে চলছে এই মহান প্রতিষ্ঠান।

কীভাবে পরিচালিত হয় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম? আপনি কীভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেন এই মহৎ কার্যক্রমে? কী কী সেবা দিয়ে থাকে শত বছরের পুরনো এই প্রতিষ্ঠান? আপনার এমন নানা প্রশ্নের জবাব পাবেন এই বইটিতে। বলে রাখা প্রয়োজন, একেবারে সংক্ষেপে এখানে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। আঞ্জুমানের ওয়েবসাইটে গেলে এ ব্যাপারে আপনি জানতে পারবেন আরো বিস্তারিত।

ওয়েবসাইটের ঠিকানা-: www.anjumanmibd.org

অধ্যায়-০২

একনজরে আঞ্জুমান ও ফিরে দেখা

১৯০৫ সালে যাত্রা শুরু করা আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম শুরুতে শুধু লাশ দাফনের মতো মহৎ কার্যক্রম পরিচালনা করতো। দীর্ঘ এই পথচলায় এর ঠিকানা আর ভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হয়ে যায় ভারতবর্ষ। ইতিহাসের অমোঘ ধারায় জন্ম নেয় বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান নামের তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র। দেশভাগের পরপরই ঢাকায় স্থাপন করা হয় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের শাখা। তখন আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ঢাকা শাখার প্রথম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এএফএম আবদুল হক ফরিদী এ.ডি.পি, ইস্ট বেঙ্গল। ঢাকায় আঞ্জুমানের প্রথম কমিটি গঠিত হয়, ১লা জানুয়ারি, ১৯৫০ খ্রিঃ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত আঞ্জুমান ঢাকার কার্যক্রম পরিচালিত হয় গেণ্ডারিয়া কার্যালয় থেকে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও আঞ্জুমানের কার্যক্রম সীমিত আকারে চালু ছিল।

লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় আসে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। ১৯৭২ সালে নতুন উদ্যমে আঞ্জুমানের কার্যক্রম শুরু হয়। তখন আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন বিচারপতি সৈয়দ এবি মাহমুদ হোসেন। এরপর অনেক খ্যাতিমান মানুষ আঞ্জুমানের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আধুনিক আঞ্জুমানের রূপকার জনাব এবিএমজি কিবরিয়া। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, আইজিপি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবিএমজি কিবরিয়া ১৯৯৩ সালে আঞ্জুমানের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আঞ্জুমানের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ও সেবামূলক কার্যক্রম বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তার সময়ে বালক ও বালিকা হোমের নিবাসীদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত ভবন নির্মাণ করা হয়। নারায়ণগঞ্জে বালিকা হোম চালু, দাফন সেবা ও ট্রাস্ট ফান্ডের মতো উল্লেখযোগ্য নতুন কিছু সেবার কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১১ সালে তিনি অবসর নেয়ার পর মো. শামসুল হক চিশতী আঞ্জুমানের সভাপতি নির্বাচিত হন।

অধ্যায়-০৩

আঞ্জুমানের ঠিকানা ও আঞ্জুমানে দান করার উপায়

প্রধান কার্যালয়/সেবাকেন্দ্র

৪২, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন ০২-৪৮৩১৭১৬৭, ৪৮৩১৭২৬১
মোবাইল: ০১৩১৮২৪২৯৯৬/০১৩১৮২৪২৯৯৮
মেইল: anjuman.m.i.bd@gmail.com
web: www.anjumanmibd.org

গেণ্ডারিয়া সেবাকেন্দ্র

৫, এসকে দাস রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা ১২০৪।
ফোন: ০২-৪৭৪৪১৬৬০/০২-৪৭৪৪০৭৮৬

মুগদাপাড়া সেবাকেন্দ্র

৩২১, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪।
ফোন: ০২-৭২৭২৭০৫/০২-৭২৭৪৪৩৫

তেজগাঁও সেবাকেন্দ্র

৩/বি, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন: ০২-৪৮১১২৫৭০

জরুরি প্রয়োজনে

কাকরাইল সার্ভিস সেন্টার
ফোন: ০২-২২২২২৬৯৭০, ৫৮৩১২১৫৬ মোবাইল: ০১৩১৮২৪২৯৯৭

আপনার যাকাতের ও সাদকার টাকা দিন আঞ্জুমানে

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের আয়ের প্রধান উৎস ধর্মপ্রাণ মানুষের দান এবং সরকারি দান ও সহায়তা। বিদেশি কোনো অর্থ সহায়তা এখনও নেয়া হয় নাই। আঞ্জুমানের অফিসে যাকাত এবং সাদকাহ গ্রহণ করা হয়। ফোন করলে বাসা থেকেও সংগ্রহ করা হয়।

আঞ্জুমানে আপনার দান বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন (০১৩১৮২৪২৯৯৯) নাম্বারে।

ব্যাংকিং চ্যানেলেও জমা দিতে পারেন আপনার অর্থ।

অ্যাকাউন্টের নাম: আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম

অ্যাকাউন্ট নং: ৪০১৮১২০০০০২৪০৯ (যাকাত)

অ্যাকাউন্ট নং: ৪০১৮১৩১০০০০০২৭৬ (সাদকাহ)

রাউটিং নং: ১৯০২৭১০৯৯

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক
বিজয়নগর শাখা, ঢাকা।

আঞ্জুমানকে দেয়া সব দানই আয়করমুক্ত

অধ্যায়-০৪

বিশিষ্ট প্রাক্তন সভাপতিদের নাম ও কার্যকাল

১. শেঠ ইব্রাহীম মোহাম্মদ ডুপ্লে ১৯০৫-০৬
২. বখ্‌শ এলাহী, সি. আই. আই..... ১৯০৭
৩. বিচারপতি সৈয়দ শরফুদ্দিন..... ১৯০৮
৪. প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ শাহ..... ১৯০৯
৫. নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর..... ১৯১০-১১
৬. নওয়াব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, এস.আই.ই..... ১৯১২
৭. এ কে ফজলুল হক, এম এল সি..... ১৯১৩
৮. নওয়াব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, এস.আই.ই..... ১৯১৪-৩১
৯. স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, সি আই আই..... ১৯৩১-৩২
১০. সামসুল ওলামা কামালুদ্দিন আহমেদ, আই ই এস..... ১৯৩৩-৩৪
১১. এ কে ফজলুল হক, এম এল এ (সেন্ট্রাল) মেয়র, কলকাতা.... ১৯৩৫
১২. খান বাহাদুর এম আজিজুল হক, শিক্ষামন্ত্রী, বেঙ্গল..... ১৯৩৬
১৩. এ কে ফজলুল হক, প্রধানমন্ত্রী, বেঙ্গল..... ১৯৩৭-৩৯
১৪. খান বাহাদুর এস কে ফজলুল এলাহী, এম এল সি, শেরীফ, কলকাতা..... ১৯৩৯-৪০
১৫. এ কে ফজলুল হক, প্রধানমন্ত্রী, বেঙ্গল..... ১৯৪১-৪৫
১৬. মৌলভী মোহাম্মদ শরীফ..... ১৯৪৫-৪৮
১৭. এইচ এস সোহরাওয়ার্দী, বার এট ল' ৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৮-৭ই আগস্ট ১৯৪৯
১৮. খান বাহাদুর মঞ্জুর মোর্শেদ, আই এ এস..... ১৯৪৯-৫১

অধ্যায়-০৫

ঢাকাতে আঞ্জুমান

সভাপতিগণের নাম ও কার্যকাল

১. এএফএম আবদুল হক ফরিদী (আহ্বায়ক কমিটি) জুলাই, ১৯৪৭-৪৯

২. মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ইস্ট বেঙ্গল জুন, ১৯৫০-১৯৫৫

৩. বিচারপতি হামোদুর রহমান জুলাই, ১৯৫৫-জুন, ১৯৫৭

৪. বিচারপতি এস এম মোর্শেদ জুলাই, ১৯৫৭-আগস্ট ১৯৫৮

৫. এ এফ এম আব্দুল হক ফরিদী, এ.ডি.পি.আই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮-জুন ১৯৭৬

৬. বিচারপতি এস এম মোর্শেদ জুলাই ১৯৬৭-নভেম্বর ১৯৬৭

৭. বিচারপতি সৈয়দ এবি মাহমুদ হোসেন ডিসেম্বর ১৯৬৭-জুলাই ১৯৭২

৮. বিচারপতি আমিনুল ইসলাম আগস্ট ১৯৭২-ডিসেম্বর ১৯৭৬

৯. বিচারপতি এ এফ এম আহ্সান উদ্দিন চৌধুরী (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) ডিসেম্বর, ১৯৭৬-১৯৮২

১০. সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাক্তন মন্ত্রী নভেম্বর, ১৯৮২-ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

১১. এবিএম গোলাম মোস্তফা, প্রাক্তন সচিব ও মন্ত্রী ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২-ডিসেম্বর ১৯৯২

১২. বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী ডিসেম্বর, ১৯৯২-ডিসেম্বর ১৯৯৩

১৩. এ.বি.এম জি কিবরিয়া (প্রাক্তন আইজিপি, রাষ্ট্রদূত, রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯১) ডিসেম্বর, ১৯৯৩-জানুয়ারি ২০১২

১৪. মো. শামসুল হক চিশতী, প্রাক্তন সচিব জানুয়ারি, ২০১২, জুন ২০১৯

১৫. রাষ্ট্রদূত (অব.) মুফলেহ আর ওসমানী, প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব জুন, ২০১৯ থেকে বর্তমান

অধ্যায়-০৬

আঞ্জুমানের বিভিন্ন পদক ও সম্মাননা প্রাপ্তি

পুরস্কারের নাম	প্রাপ্তি সাল
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার	১৯৯৪
স্বাধীনতা দিবস জাতীয় পুরস্কার	১৯৯৬
যুক্তরাষ্ট্রের হিলটন হিউম্যানিটেরিয়ান প্রাইজ এর জন্য প্রাথমিক মনোনয়ন	১৯৯৯
ডা. ইব্রাহীম স্মৃতি স্বর্ণপদক (বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি)	২০০৪
রফিকুল ইসলাম ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড	২০০৫
নগর পদক (ঢাকা সিটি করপোরেশন)	২০০৫
ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ফোর্থ ফাউন্ডেশন এনিভার্সারি পুরস্কার	২০০৭
কাজী আজহার আলী স্মৃতি স্বর্ণপদক	২০১২
কর্নেল মুজিব ব্রেভারি অ্যান্ড হিউম্যানিট্যারিয়ান সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড	২০১৩
বিজিএমইএ কর্তৃক প্রদত্ত সম্মাননা	২০১৩
ধরিত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত সম্মাননা	২০১৪
তমুদ্দুন মজলিস শান্তি পদক	২০১৫

অধ্যায়-০৭

আঞ্জুমানের গঠনতন্ত্র, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়মরীতি

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম পরিচালিত হয় নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী। সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ৩০০। তারা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অসহায় মানুষকে সাহায্য করেন। আঞ্জুমান থেকে তারা কোনো সুবিধা নেন না। এমনকি আঞ্জুমানের পয়সায় চাও খান না। সময় দেন, সামর্থ্য দেন, জ্ঞান বুদ্ধি দেন। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করেন। সার্বিক দায়িত্বে আছেন সকল সদস্য। তাদের মিটিং হল জেনারেল মিটিং। জেনারেল মিটিংই সম্পূর্ণ দায়িত্বে থাকে। তারা যে নীতি পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন সে অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বছরে অন্তত একবার জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

ম্যানেজিং কমিটিতে সদস্য সংখ্যা ৭০ জন। তারা নির্বাচিত হন চার বছরের জন্য। সভাপতিও নির্বাচিত হন চার বছরের জন্য। ম্যানেজিং কমিটি ১৯টি কমিটির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ম্যানেজিং কমিটি ১৯টি কমিটির সঙ্গে মাসে একবার বা প্রয়োজনবোধে আরো বেশি সভা করে। জেনারেল মিটিং যে নীতিমালা ও বাজেট প্রণয়ন করে তারই আলোকে আঞ্জুমানের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আঞ্জুমানের গঠনতন্ত্রে প্রত্যেক কমিটি ও সভাপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা আছে।

অধ্যায়-০৮

বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদ

বর্তমানে ৬৯ সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। প্রতিমাসে একবার ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভা হয়। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান সভাপতি সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মুফলেহ আর ওসমানী। সংস্থাটির বিভিন্ন কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ১৯টি কার্যভিত্তিক কমিটি রয়েছে। কমিটিগুলো হচ্ছে–

বহুতল ভবন নির্মাণ কমিটি, প্রশাসনিক কমিটি, কো-অর্ডিনেশন কমিটি, অর্থ এবং যাকাত ও দান সংগ্রহ কমিটি, ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড বেরিয়াল কমিটি, মাধ্যমিক কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষা কমিটি, আঞ্জুমান মোখলেছুর রহমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কমিটি, অডিট কমিটি, চিকিৎসা কমিটি, আঞ্জুমান ইব্রাহীম ডুপ্লে বালক হোম (এতিমখানা) কমিটি, আঞ্জুমান এবিএম জি কিবরিয়া বালিকা হোম (এতিমখানা) কমিটি, আজিজুল ইসলাম বালিকা হোম (এতিমখানা) কমিটি, আঞ্জুমান জামিল হাসমত-আরা বালিকা হোম (এতিমখানা) কমিটি, আঞ্জুমান ডা. রোকসানা হুদা বালিকা হোম (এতিমখানা) কমিটি, কোরবানির পশুর চামড়া সংগ্রহ কমিটি, রিলিফ কমিটি, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি কমিটি এবং ভবন ব্যবস্থাপনা কমিটি।

বর্তমান কমিটির সদস্য তালিকা ২০১৯-২০২৩

সভাপতি ও ট্রাস্টি

জনাব মুফলেহ আর ওসমানী (ট্রাস্টি)

১. আলহাজ হাসান উদ্দিন মোল্লাহ
২. এম হাফিজউদ্দিন খান
৩. মোহাম্মদ আজিম বখ্‌শ
৪. লায়ন আবদুর রশিদ (রাশেদ)
৫. শহীদ উল্লাহ মিনু
৬. অধ্যাপক মো. খলিলুর রহমান
৭. আলহাজ মোহাম্মদ আসলাম
৮. মো. শামসুল হক (সাবেক জেলা ও দায়রা জজ)
৯. মোরশেদ আহমেদ চৌধুরী
১০. মো. মোখলেছুর রহমান
১১. গোলাম রহমান
১২. আলহাজ কাজী আবুল বাশার

সহ-সভাপতি

১. রাষ্ট্রদূত (অব.) আলহাজ্জ মোহাম্মদ মোহসীন
২. শীষ হায়দার চৌধুরী
৩. রাষ্ট্রদূত (অব.) ড. এমএ সামাদ
৪. মিতালী হোসেন
৫. প্রকৌশলী মঈদ রুমী
৬. গোলাম আশরাফ তালুকদার
৭. মো. নুরুল ফজল বুলবুল
৮. মুহাম্মদ নুরুল হুদা
৯. লে. জে. হারুন-অর-রশিদ বিপি (অব.)
১০. এ মতিন চৌধুরী

সদস্য

১. একেএম ফজলুল বারী
২. সৈয়দ নাজির আহমেদ
৩. আলহাজ আবদুস সালাম
৪. সরদার এমএ কুদ্দুস
৫. আবদুস সালাম বাবু
৬. ফায়জুর রহমান
৭. কাজী এবিএম কামাল
৮. সুলতানা আকবর
৯. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর
১০. কাজী আবদুল আজিম
১১. মোহাম্মদ হানিফ
১২. আলহাজ ইঞ্জি. মো. রুহুল আমিন

১৩. ঢালী মোহাম্মদ দেলোয়ার	২৯. কে এ আবদুল্লাহ
১৪. আলহাজ আবদুল খালেক	৩০. ইকবাল হোসেন, **এফসিএ**
১৫. আলহাজ মোহাম্মদ নাসির উল্লাহ	৩১. শেখ ওমর ফারুক
	৩২. আলহাজ জাহাঙ্গীর আলম
১৬. আলহাজ সামসুদ্দিন আহমেদ	৩৩. আলহাজ আবুল হাসিম
১৭. শেখ ফজলুর রহমান (বকুল)	৩৪. মো. শাহ আলম
১৮. আবদুর রাজ্জাক (১)	৩৫. ডা. লুৎফুন নাহার
১৯. মো. আবুল কাসেম	৩৬. জালাল আহমেদ
২০. আলহাজ মোহাম্মদ মোহসীন আলী	৩৭. ডা. মো. মিজানুর রহমান
	৩৮. মো. বদিউজ্জামান
২১. জামিল উদ্দিন হাসান	৩৯. ব্যারিস্টার তানভীর আহমেদ (আল আমিন)
২২. ড. নীশাত আহম্মদ পাশা	
২৩. আলহাজ আজিজুল হক	৪০. আলী ইমাম মজুমদার
২৪. আব্দুর রাজ্জাক-২	৪১. মতিউর রহমান চৌধুরী
২৫. আলহাজ মফিজুল ইসলাম (এমআই) চৌধুরী	৪২. ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান মো. ইয়াছিন
	৪৩. ড. হাফিজা খাতুন
২৬. আলহাজ আবদুস ছাত্তার ঢালী	৪৪. এ কে এম মিজানুর রহমান এফসিএ
২৭. মো. বজলুর রহমান (লিটন)	
২৮. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক	৪৫. আহমদ মাহমুদুর রেজা চৌধুরী

অধ্যায়-০৯

দানসূত্রে পাওয়া আঞ্জুমানের সম্পত্তি

আঞ্জুমানের সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের দানে ও সহযোগিতায়। প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ সম্পত্তিই দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বেগম আজিজুন্নেসা সুফিয়া খাতুন কর্তৃক ঢাকার কাকরাইলে অত্যন্ত মূল্যবান ০.৪৮ একর জমি ও একটি চারতলা ভবন। ৫নং এসকে দাস রোড গেণ্ডারিয়াস্থ ০.২৮০৮ একর জমি, ৪৪নং রজনী চৌধুরী রোড, গেণ্ডারিয়াস্থ ০.০৯২০ একর জমি, নারায়ণগঞ্জের ০.২০ একর এবং পাথালিয়া সাভারের ১০ কাঠা জমি সবই দানশীল ব্যক্তি/সরকারের নিকট থেকে দানে প্রাপ্ত। এছাড়া মো.

মোখলেছুর রহমান আঞ্জুমানকে তার ২/কিউ, মোহাম্মদপুর, আদাবর, শ্যামলীর ৮তলা বাড়িটি দান করেন। ডা. লুৎফুন নাহার ঢাকার গোপীবাগে একটি পাঁচতলা ভবনসহ দুই কাঠা জমি আঞ্জুমানকে দান করেন। শিরীন জাহান ও দেলোয়ার শামীম নারায়ণগঞ্জের তল্লায় যথাক্রমে ৭ শতাংশ ও ৩ শতাংশ জমি আঞ্জুমানকে দান করেন। ডা. মো. শামসুল হুদা এবং তার স্ত্রী রোকসানা হুদা তাদের ৩/বি, পূর্ব তেজতুরী বাজারস্থ ৪ তলা বাড়িটি দান করেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমানকে এম্বুলেন্স ও ফ্রিজিং ভ্যান দান করে থাকেন।

অধ্যায়-১০

বর্তমান সেবাধারা সমূহ

বেওয়ারিশ লাশ দাফনের ঐতিহাসিক কর্মধারার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছিল আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লাশ বহনের কাজ অব্যাহত রেখেছে সংস্থাটি। তবে বর্তমানে সংস্থাটির কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে আরো বহুক্ষেত্রে। আঞ্জুমানের রয়েছে ৪০টি অ্যাম্বুলেন্স ও ফ্রিজিং ভ্যান যেগুলোর মাধ্যমে ঢাকা শহর এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে রোগী ও লাশ পরিবহন করা হয়। আঞ্জুমান অসহায়, এতিম ও দরিদ্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে। এ সংস্থার ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ৯টি হোম (এতিমখানা) রয়েছে। চারশ'র বেশি এতিমকে থাকা, খাওয়া, পোশাক থেকে শুরু করে পড়াশোনার যাবতীয় সব খরচ আঞ্জুমান বহন করে থাকে।

সংস্থাটি আঞ্জুমান জামিলুর রহমান ইসলামিয়া জুনিয়র হাইস্কুল এবং আঞ্জুমান রায়হানা মাহবুব নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে দু'টি জুনিয়র হাইস্কুল পরিচালনা করছে। সংস্থাটি আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রেদোয়ান রহমান টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং আঞ্জুমান রায়হানা মাহবুব টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে দু'টি কারিগরি ইনস্টিটিউট পরিচালনা করছে। এছাড়া, ঢাকার শ্যামলীতে একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে আঞ্জুমান। এছাড়া, সমাজের দুস্থদের পাশে নানাভাবে দাঁড়াচ্ছে সংস্থাটি। জেলা পর্যায়ের শাখার মাধ্যমে নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ, সেলাই মেশিন কিনে দেয়া ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার কার্যক্রম পরিচালনা করছে আঞ্জুমান। ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকও চালু করা হচ্ছে অসহায় বস্তিবাসীদের ফ্রি চিকিৎসার জন্য।

অধ্যায়-১১

লাশ পরিবহন ও দাফন সেবা

আগেই বলা হয়েছে, ইতিহাসের এক পটভূমিতে মূলত বেওয়ারিশ লাশ দাফন কার্যক্রম পরিচালনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। মর্মন্তুদ সেই অধ্যায়ের অনেকটাই অতিক্রম করে এসেছে মানুষ। কিন্তু মৃত্যু থেমে নেই। এ তো আর কখনো থামবেও না। যদিও কিছু কিছু মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। মৃত্যুর সময় স্বজনরা কেউ থাকে না পাশে। দেখা গেল দুর্ভাগ্যজনকভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে কেউ। কখনো কখনো এ মৃত্যুর খবর পায় না প্রিয়জন। মর্গে দিনের পর দিন পড়ে থাকে লাশ। আবার এমনও মানুষ আছে দেখা যায়, তার কোনো স্বজনও নেই। নেই লাশ দাফনের মানুষও। একশ' বছরের বেশি সময় ধরে এসব বেওয়ারিশ লাশ দাফন করে যাচ্ছে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। গত ১১ বছরে আঞ্জুমান মুফিদুল ফ্রি লাশ পরিবহন করেছে ৫০৫৬ জন। বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে ১২৯০৮ জন। ওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে ৫১২০ জন। আঞ্জুমানের বিনামূল্যে রোগী পরিবহন ও লাশ দাফন সংক্রান্ত তথ্য নিচে দেয়া হলো–

সাল	রোগী পরিবহন (ফ্রি)	লাশ পরিবহন (ফ্রি)	বেওয়ারিশ লাশ দাফন (ফ্রি)
২০১০	৫৭৪৬	৫৭৩	১২০৪
২০১১	৬৭৮১	৪০৫	১১৯১
২০১২	৬৫৩৪	৪০৩	১২৪৭
২০১৩	৭০৬৬	৫০৬	১৪৩০
২০১৪	৭৫০১	৫২৪	১৪০৫
২০১৫	৮৩১১	২৬২	১২৮৬
২০১৬	৫৮৩৯	৪০৪	১৩৮৫
২০১৭	৭০৯৮	৬৮৬	১৩১৮
২০১৮	৬১০২	৫৮৯	১০১৪
২০১৯	৪৩৮৫	৩৯৮	৭৯৫
২০২০	৩০৮০	৩০৬	৬৩৩

অধ্যায়-১২

চিকিৎসা সেবা, ফ্রি এম্বুলেন্স, মোবাইল ক্লিনিক ও দান ভিত্তিক সার্ভিস

বর্তমানে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম বেওয়ারিশ লাশ দাফনের পাশাপাশি চিকিৎসা সেবায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ঢাকা মহানগরীতে গরিব রোগীদের জন্য ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদান করে থাকে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। বিশ্ব ইজতেমায় আগত মুসল্লিদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্থাপন করে থাকে অস্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্প।

এছাড়াও আঞ্জুমান দুস্থ ও বিধবা মহিলাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ও সাহায্য করে। দুস্থ, গরিব ও বয়স্কদের মাসিক ভাতা প্রদান করে। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা প্রদান করে। গরিব ও নিঃস্ব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করে। বিভিন্ন দুর্যোগের সময় দুর্গত এলাকায় সেবা ও ত্রাণ সহায়তা প্রদান করে। করোনা ভাইরাসের দুর্যোগে অনেক রোগীদের মধ্যে বিনামূলে খাদ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। অসহায় বস্তিবাসীদের জন্য ফ্রি মোবাইল ক্লিনিক চালু করা হচ্ছে।

অধ্যায়-১৩

মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ও ফ্রি অর্থকরী শিক্ষাদান

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করেছে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। বিশেষ করে অসহায়, এতিম ও দরিদ্রদের অর্থকরী শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে সংস্থাটি। এ সংস্থার ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ৯টি হোম (এতিমখানা) রয়েছে। এসব এতিমদের সব খরচই বহন করে থাকে আঞ্জুমান। সংস্থাটি আঞ্জুমান জামিলুর রহমান ইসলামিয়া জুনিয়র হাইস্কুল এবং আঞ্জুমান রায়হানা মাহবুব নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে দুটি জুনিয়র হাইস্কুল পরিচালনা করছে। সংস্থাটি আঞ্জুমান

মুফিদুল ইসলাম টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট এবং আঞ্জুমান রায়হানা মাহবুব টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট নামে দু'টি কারিগরি ইন্সটিটিউট পরিচালনা করছে। এছাড়া, ঢাকার শ্যামলীতে একটি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। আঞ্জুমানের এতিমখানা সমূহের মধ্যে রয়েছে- ঢাকার গেন্ডারিয়ায় আঞ্জুমান শেঠ ইব্রাহিম ডুপ্লে বালক হোম, আঞ্জুমান এ বি এম জি কিবরিয়া বালিকা হোম, তেজগাঁওয়ে আঞ্জুমান ডা. রোকসানা হুদা বালিকা হোম, নারায়ণগঞ্জে আঞ্জুমান জামিল হাসমত আরা বালিকা হোম, সাভারে আঞ্জুমান আজিজুল ইসলাম বালিকা হোম। এই অসহায় শিশুদের আঞ্জুমান আশ্রয় ও শিক্ষা না দিলে এদের অনেকেই হয়তো হারিয়ে যেতো অপরাধ জগতের তিমিরে অথবা সন্ত্রাসের বিভীষিকায়। শত শত শিশুকে আঞ্জুমান সুনাগরিক রূপে গড়ে তুলেছে ও জাতীয় মানবসম্পদ বর্ধনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।

শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালন ও বাস্তবায়নে শিক্ষা কমিটি

শিক্ষা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয় শিক্ষা কার্যক্রম। নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত। এ কমিটি শিক্ষা উন্নয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিচালনায় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এর মূল লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রীদের যুগোপযোগী শিক্ষাদান। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে আঞ্জুমান। সংস্থাটির অন্যান্য কার্যক্রমের মতো শিক্ষা কার্যক্রমও নির্ভর করে জনসাধারণের দানের ওপর। শিক্ষা কমিটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে–

- এতিম, দুস্থ, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিতদের সন্তানদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা।
- আর্ত-মানবতার সেবাদানে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা।
- আঞ্জুমানকে সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোনচন কর্মসূচির সাথে পরিপূর্ণরূপে সম্পৃক্ত করা।
- গরীব, দুস্থ, অসহায়, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিতদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ।
- গুণগত শিক্ষাদানের মাধ্যমে কর্মমুখী ও স্বাবলম্বী জনশক্তি তৈরি করা।
- সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদাবৃদ্ধিকরণ।
- প্রতিষ্ঠানগুলোকে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।
- এতিম, দুস্থদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মোচন করা।
- দেশের বৃহত্তম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমে ভূমিকা রাখা।
- সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাকে প্রধান ধরে বিবেচনা করা।

- ধর্মীয় আচরণ ও বিধিমালার বিষয়ে শিক্ষা দান ও সচেতন করে তোলা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করা এবং অন্যের মতামত গ্রহণের মানসিকতা তৈরি করা।

১৯৪৯ সালে ছেলে-মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা

শুরু থেকেই শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর জোর দেয় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে ঢাকার গেন্ডারিয়াস্থ ১২/১ অক্ষয় দাস লেনে আঞ্জুমান বয়েজ হাইস্কুল এবং আঞ্জুমান গার্লস হাইস্কুল নামে বালক-বালিকাদের জন্য আলাদা দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের অনুমোদন ক্রমে স্কুল দু'টি পরিচালিত হতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্কুল দুটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

এতিম, অসহায় ও দরিদ্রদের সহায়তার জন্য ১৯৭৭ সালে গেন্ডারিয়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয় আঞ্জুমান জামিলুর রহমান ইসলামিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। দীর্ঘদিন এটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিচালিত হয়। ১৯৯৬ সালের শুরুতে এটিকে জুনিয়র গার্লস স্কুলে উন্নীত করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় আঞ্জুমান জামিলুর রহমান ইসলামিয়া জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল। বিদ্যালয়টিকে কেবল মেয়েদের জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে ২০১০ সালে ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। এরমূল লক্ষ্য ছিল আঞ্জুমানের এতিমখানায় লালিত ছেলে-মেয়েদের সমভাবে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আগে কেবলমাত্র মেয়েরাই এ স্তর পর্যন্ত আঞ্জুমানের সহায়তা পেতো এবং ছেলেদের বাইরের স্কুলে পড়তে হতো। এই অবস্থায় স্কুলের নামও পরিবর্তন করা হয়। নতুন নাম রাখা হয় আঞ্জুমান জামিলুর রহমান ইসলামিয়া জুনিয়র হাইস্কুল।

মরহুম খান বাহাদুর ফজলুর রহমান এবং বেগম আজিজুন্নেসা সুফিয়া খাতুনের একমাত্র পুত্র জামিলুর রহমানের অকাল মৃত্যুর পর তার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তার মা কাকরাইলে অত্যন্ত মূল্যবান প্রায় ৩০ কাঠা সম্পত্তি আঞ্জুমানকে দান করেন। জামিলুর রহমানের স্মৃতি রক্ষার্থে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম এই স্কুলটির নামকরণ করে, আঞ্জুমান জামিলুর রহমান ইসলামিয়া জুনিয়র হাইস্কুল। পাঁচটি শ্রেণিকক্ষ এবং একটি

অফিস কক্ষ নিয়ে বিদ্যালয়টি ছিল একতলা ভবন। জুনিয়র শাখায় ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৯৮ সালে স্কুল কমিটি ২য় তলা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় ৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ২য় তলায় হলরুমের ব্যবস্থা রেখে ৪টি শ্রেণিকক্ষ, ১টি প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষ এবং কম্পিউটার ল্যাব নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি এবং ভোকেশনাল স্কুলের জেনারেল শ্রেণি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ২০০৯ সালে বিদ্যালয়টি তৃতীয় তলা এবং উত্তরাংশের খালি জমিতে প্রায় সাড়ে চৌদ্দ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩য় তলা এবং উত্তরাংশের টিনশেড ভবন নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ১২টি শ্রেণিকক্ষ, ১টি কম্পিউটার ল্যাব, ১টি পাঠাগার, ১টি বিজ্ঞানাগার, ভোকেশনাল স্কুলের একটি বিজ্ঞানাগার ও ১টি কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে। বিদ্যালয়টিতে শুরু থেকেই নানা সহশিক্ষা কার্যক্রম চলে আসছে। শিক্ষার্থীরা যেন মানসম্পন্ন শিক্ষাপান তার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষা কমিটি। পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে ব্যাকলক ক্লাসের। বছরে তিন-চার বার আয়োজন করা হয় অভিভাবক দিবসের।

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট (আঞ্জুমান রেদোয়ান রহমান টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, গোপীবাগ)

সুবিধাবঞ্চিতদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য ২০০৪ সালে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এর মূল উদ্দেশ্যে হলো আঞ্জুমান স্কুলের এতিম ছেলে মেয়েদের নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা শেষে মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ১৭ই জানুয়ারি ২০০৪ ঢাকার গেন্ডারিয়াস্থ ৪৪ রজনী চৌধুরী রোডে বালক এতিম খানার নিচতলায় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখান থেকে এতিম ও গরিব ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন ট্রেড কোর্স ও এস এস সি (ভোকেশনাল) পাশ করে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করা হয়। অনেক ছেলে-মেয়ে এ প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসহ বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। এ প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান নাম আঞ্জুমান রেদোয়ান রহমান টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট (গোপীবাগ)। ডা. লুৎফুন নাহার পাঁচতলা ভবনসহ দুই কাঠা জমি আঞ্জুমানকে দান করেন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য।

নয়াটোলায় নিম্ন-মাধ্যমিক ও টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা

বিদেশে অবস্থানরত রায়হানা মাহবুব ১৩৬/৪ নং নয়াটোলার বাড়িটি আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে দান করেন। ২০০৩ সাল থেকে বাড়িটির নিচতলায় প্রাথমিকভাবে

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের একজন সহকারি পরিচালকের তদারকিতে এটি ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়। এক পর্যায়ে এর কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়। আঞ্জুমান ২০০৮ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রটি একটি নিয়মিত সাধারণ শিক্ষা ধারায় রূপান্তর করে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটিকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে উন্নিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভবনটির দাতা রায়হানা মাহবুবের নামে আঞ্জুমান রায়হানা মাহবুব নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কারিগরি বিদ্যালয় নামকরণ করা হয়। বর্তমানে দুটি পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কার্যক্রম চালু আছে। আঞ্জুমান রায়হানা মাহবুব নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। আঞ্জুমান রায়হানা মাহবুব টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে স্বল্পমেয়াদি বেসিক ট্রেড (৩৬০ ঘণ্টা) কোর্স চলমান আছে।

আঞ্জুমান মোখলেছুর রহমান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

শ্যামলীতে প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান মোখলেছুর রহমান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। প্রতিষ্ঠানটি মো. মোখলেছুর রহমানের দানকৃত ভবনে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তিনি আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের কার্যক্রম দেখে অভিভূত হয়ে ৯.৩৬ শতাংশ জমির উপরে তার নিজ বাড়িটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার জন্য আঞ্জুমানকে দান করেন। তিনি বর্তমানে আঞ্জুমান মোখলেছুর রহমান পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট পরিচালনা কমিটির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন। এ প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের অনুমোদিত টেকনোলজি সমূহ: ১. সিভিল টেকনোলজি ২. কম্পিউটার টেকনোলজি ৩. ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি ৪. অটোমোবাইল টেকনোলজি।

টেকনিক্যাল শিক্ষাখাতে আলোকন ট্রাস্টের মূল্যবান অবদান

বিগত দশ বছর থেকে টেকনিক্যাল শিক্ষাখাতে আলোক ট্রাস্ট চার কোটি টাকার ঊর্ধ্বে দান করেছে। আঞ্জুমানের ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক জনাব মাহবুবুল হকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে আলোকন ট্রাস্ট আঞ্জুমানকে ব্যাপকহারে সাহায্য করে আসছেন।

আঞ্জুমান মোসাম্মাৎ আয়েশা খানম মাদ্রাসাতুল বানাত

জনাব মাহাবুবুল হক গং ২০১৯ সালে নয়াপল্টনে পাঁচ কাঠা জমির ওপর নির্মিত চারতলা একটি ভবন আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে দান করেন। ঐ ভবনে আঞ্জুমান মোসাম্মৎ আয়েশা খানম মাদ্রাসাতুল বানাত পরিচালিত হচ্ছে।

অধ্যায়-১৪

আঞ্জুমানের শিক্ষা কার্যক্রমের বার্ষিক ব্যয়

আঞ্জুমান পরিচালিত হোম (এতিমখানা) সমূহের বিবরণী ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব–

হোম সমূহের নাম	নিবাসী সংখ্যা	স্টাফ সংখ্যা	বার্ষিক সামগ্রিক ব্যয়
আঞ্জুমান এবিএমজি কিবরিয়া বালিকা (হোম), গেন্ডারিয়া	১৩৬	০৯	৭৫,৩৮,৬৫৯/-
আঞ্জুমান ডা. রোকসানা হুদা বালিকা হোম, তেজগাঁও	১৯	০৩	৭,৫৯,৮৩৫/-
আঞ্জুমান জামিল হাসমত আরা বালিকা হোম, নারায়ণগঞ্জ	৪০	০৩	২১,৮৭,০৩৪/-
আঞ্জুমান আজিজুল ইসলাম বালিকা হোম, সাভার	২৪	০৪	১৬,৭৮,৩৮৩/-
আঞ্জুমান শেঠ ইব্রাহিম মুহাম্মদ ডুপ্লে বালক হোম, গেন্ডারিয়া	৮৬	০৯	৪০,৪৯,৬৭৬/-
সর্বমোট-	৩০৫	২৮	১,৬২,১৩,৫৮৭/-

আঞ্জুমান পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব–

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী সংখ্যা	স্টাফ সংখ্যা	বার্ষিক সামগ্রিক ব্যয়
আঞ্জুমান জামিলুর রহমান ইসলামিয়া জুনিয়র হাইস্কুল, গেন্ডারিয়া	৪৯৪	২২	৫১,২৫,০১৫/-
আঞ্জুমান রায়হান মাহবুব নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গেন্ডারিয়া	২৯৬	১২	৩৭,০৭,৪৫০/-
আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, গোপীবাগ	২০৬	১৯	৬০,৩৪,৫৮০/-
আঞ্জুমান রাহানা মাহবুব টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, নয়াটোলা	১৩০	১৪	৪০,৩২,৫৯৩/-
আঞ্জুমান মোখলেছুর রহমান পলিটেকনিট ইন্সটিটিউট, শ্যামলী	১০৫	১৯	৭১,০৮,১৪২/-
সর্বমোট-	১২৩১	৯৩	২,৬০,০৭,৭৮০/-

বিবরণ	নিবাসী ও শিক্ষার্থী সংখ্যা	স্টাফ সংখ্যা	বার্ষিক সামগ্রিক ব্যয়
হোম সমূহের মোট নিবাসীর সংখ্যা এবং বার্ষিক ব্যয়	৩০৫	২৮	১,৬২,১৩,৫৮৭/-
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং বার্ষিক ব্যয়	১২৩১	৯৩	২,৬০,০৭,৭৮০/-
সর্বমোট নিবাসী ও শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং বার্ষিক সামগ্রিক ব্যয়	১৫৩৬	১২১	৪,২২,২১,৩৬৭/-

অধ্যায়-১৫

এতিমখানা পরিচালনা কার্যক্রম

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের এতিমখানা সমূহ পরিচালিত হয় মানুষের দানের অর্থে। গেন্ডারিয়ায় স্থাপিত এতিমখানাটির নাম আঞ্জুমান শেঠ ইব্রাহিম মোহাম্মদ ডুপ্লে বালক হোম (এতিমখানা)। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালে। নারায়ণগঞ্জে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হাসমত আরা বালিকা হোম (এতিমখানা)। পাথালিয়া সাভারে রয়েছে আঞ্জুমান আজিজুল ইসলাম বালিকা হোম। এটি ২০১১ সালের ১লা অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম আনোয়ারা যাকারিয়া এতিমখানা। গেন্ডারিয়ায় আঞ্জুমান এ বি এম জি কিবরিয়া বালিকা হোম (এতিমখানা) এর কার্যক্রম চলছে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালে। এর বাৎসরিক ব্যয় ৩৫ লাখ টাকার বেশি। ৩.৪,৫ এস কে দাস রোড গেন্ডারিয়ায় অবস্থিত ১৭.০১ কাঠা জমির দাতা এম হেদায়েত উল্লাহ (প্রাক্তন জেলা জজ)।

বৃত্তি প্রদান: বিভিন্ন ট্রাস্টের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়া হয়ে থাকে।

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম পরিচালিত এতিমখানা সমূহ

০১. আঞ্জুমান এ.বি.এম.জি কিবরিয়া বালিকা হোম (এতিমখানা), গেন্ডারিয়া, ঢাকা।
০২. আঞ্জুমান শেঠ ইব্রাহিম মোহাম্মদ ডুপ্লে বালক হোম (এতিমখানা), গেন্ডারিয়া, ঢাকা।
০৩. আঞ্জুমান জামিল হাসমত-আরা বালিকা হোম (এতিমখানা), তল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
০৪. আঞ্জুমান আজিজুল ইসলাম বালিকা হোম (এতিমখানা), সাভার, ঢাকা।
০৫. আঞ্জুমান মো. রোকসানা হুদা বালিকা হোম (এতিমখানা) তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬. আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম আনোয়ারা যাকারিয়া এতিমখানা, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
০৭. আঞ্জুমান মুসা মিয়া শিশু সদন, সাতপাই, নেত্রকোণা।
০৮. আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম এতিমখানা, ইপিজেড রোড, টমছম ব্রিজ, কুমিল্লা।
০৯. আঞ্জুমান মোবারক হোসেন রত্ন এতিমখানা, ডিসি রোড, পাবনা।

অধ্যায়-১৬

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম পরিচালিত ফ্রি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহ

১. আঞ্জুমান ডা. রোকসানা হুদা বালিকা হোম এতিমখানা (নিচতলা), তেজগাঁও, ঢাকা।

২. আঞ্জুমান মোসাম্মৎ আয়েশা খানম মাদ্রাসাতুল বানাত (নিচতলা), নয়াপল্টন, ঢাকা।

অধ্যায়-১৭

আপনিও একটি অনাথ শিশুর লালন-পালন করতে পারেন

আপনি একটি অনাথ শিশুর লালন-পালন (sponsorship) এর মত মহৎ কাজ করতে পারেন মাস প্রতি মাত্র ৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা শিশু প্রতি দান করে। শিশুটি এতিমখানায় থাকবে এবং আঞ্জুমান তাকে পড়াবে। এই শিশুটির সাথে আপনি ব্যক্তিগত যোগাযোগ করতে পারবেন এবং তাকে সময় সময় দেখতেও পারবেন। এই শিশুটি সম্পর্কে আপনাকে নিয়মিতভাবে অবিহিত করা হবে আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে।

অধ্যায়-১৮

আঞ্জুমানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট

আঞ্জুমানের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। আঞ্জুমানের হিসাব দুই ভাবে অডিট করা হয়। ১. এক্সটার্নাল ২. ইন্টার্নাল। জেনারেল মিটিংয়ে নির্দেশনা অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পুরো বিষয়টি পরিচালিত হয় স্বচ্ছতার সঙ্গে।

অধ্যায়-১৯

স্বপ্নের ভুবন আঞ্জুমান জে. আর টাওয়ার প্রজেক্ট

মরহুম খান বাহাদুর ফজলুর রহমান এবং বেগম আজিজুন্নেসা সুফিয়া খাতুনের একমাত্র পুত্র জামিলুর রহমান। অকাল মৃত্যুর আগে এক মহান ইচ্ছা জানিয়ে যান তিনি। জামিলুর রহমানের ইচ্ছা অনুযায়ী তার মা কাকরাইলে অত্যন্ত মূল্যবান প্রায় ৩০ কাঠা সম্পত্তি আঞ্জুমানকে দান করেন। একটি চারতলা ভবনও দান করেন এ মহিয়সী নারী। তার দান করা জমিতে আঞ্জুমান জে আর টাওয়ার নির্মাণের কাজ শুরু হয় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৮ সালের ২০শে জানুয়ারি ভবনের ১৫তম তলার ছাদের ঢালাই সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সমাজের দানশীল ব্যক্তিদের দানকৃত অর্থে এ ভবন নির্মাণ হচ্ছে। এ ভবন নির্মাণের জন্য যারা দান করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম এ কাশেম, এ মতিন চৌধুরী, অধ্যাপক (অব.) ড. শিরীন হাসান ওসমানী এন্ড মুফলেহ আর ওসমানী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, উম্মে সালমা চিশতী, এ কে আজাদ, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সাউথ ইস্ট ব্যাংক ও আইএফআইসি ব্যাংক।

অধ্যায়-২০

আঞ্জুমানের আয়ের উৎস

ধর্মপ্রাণ মানুষের দানই আঞ্জুমানের আয়ের মূল উৎস। আরেকটি প্রধান উৎস বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ও কর থেকে অব্যাহতি। মানুষের কল্যাণে একশ' বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করে যাচ্ছে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। আগেই বলা হয়েছে, লাশ দাফনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হলেও কল্যাণকামী নানা কার্যক্রমে এরই মধ্যে যুক্ত হয়েছে সংস্থাটি। ফ্রি চিকিৎসা, এতিমখানা পরিচালনা নানা রকম কাজ করছে আঞ্জুমান। আর এসব কাজে বিপুল ব্যয়ের যোগান দিচ্ছেন মানুষই। ধর্মপ্রাণ মানুষের দান এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস। এর সদস্যরাও প্রতিষ্ঠান থেকে কোন সুবিধা নেন না। দান করেন অকাতরে। আঞ্জুমান অবশ্য এখন পর্যন্ত বিদেশি সাহায্য নেয়নি। আঞ্জুমানের ৯৫ ভাগ সেবাই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। যারা এই সেবাসমূহ পায় তারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তাদের কোনো আর্থিক ক্ষমতা নেই।

অধ্যায়-২১

আঞ্জুমান ট্রাস্ট ফান্ড

যে কেউ সর্বনিম্ন ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা দান করে আঞ্জুমানে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করতে পারেন। এ অর্থ শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকে স্থায়ী হিসাবে রাখা হয়। যার লভ্যাংশ থেকে ২০ শতাংশ মূলধনের সঙ্গে যোগ হয় আর বাকি ৮০ শতাংশ দাতার ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করা হয়। বর্তমানে আঞ্জুমানে ৮০টি ট্রাস্ট ফান্ড রয়েছে। কেউ কেউ ১ (এক) কোটি টাকার ঊর্ধ্বেও টাকা দিয়ে ফান্ড গঠন করেছেন।

অধ্যায়-২২

আঞ্জুমানের শাখা সমূহ

ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে আঞ্জুমানের ২৯টি শাখা রয়েছে। যেসব জেলায় আঞ্জুমানের শাখা রয়েছে–চট্টগ্রাম, পাবনা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নেত্রকোনা, খুলনা, ঝিনাইদহ, জামালপুর, জয়পুরহাট, ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, ফেনী, ভোলা, যশোর, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, নড়াইল, পিরোজপুর, নওগাঁ, বাগেরহাট, রাজশাহী, রাজবাড়ী, লালমনিরহাট, সাতক্ষীরা ও সিলেট।

অধ্যায়-২৩

সংবাদমাধ্যমে আঞ্জুমানের চিত্র

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম কখনো প্রচারণা চায় না। নীরবে-নিভৃতে শত বছর ধরে বছর কাজ করে গেছে সংগঠনটি। তবুও এই সংগঠনের মানবতাবাদী কার্যক্রম নিয়ে মাঝে মাঝে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত, প্রচারিত হয়েছে। এসব রিপোর্ট দেখে উদ্বুদ্ধ হন অনেকে। পাশে দাঁড়ান আঞ্জুমানের।

জীবনেও আছি, মরণেও আছি

প্রথম আলোতে ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ প্রকাশিত প্রতিবেদনটি **লিখেছেন সজীব মিয়া** যে শিশুটির কেউ নেই, এতিম তার পাশে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। মৃত্যুর পর যিনি বেওয়ারিশ তার পাশেও থাকে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়েছিল কলকাতায়, ১৯০৫ সালে। ঢাকায় এর কার্যক্রম শুরু ১৯৪৭ সাল থেকে। এখন প্রতিষ্ঠানটির আছে লাশবাহী গাড়িসহ ২৪টি অ্যাম্বুলেন্স। ঢাকা শহরের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স সেবা পাওয়া যায় বিনা মূল্যে। ঢাকার বাইরেও রয়েছে ৪৩টি জেলা শাখা। এ ছাড়া নানা সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ১১০ বছর পার করা আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। এর কয়েকটি কার্যালয়, এতিমখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঘুরে এসে তৈরি হয়েছে এবারের মূল প্রতিবেদন।

২০০৯ সালের এক বিকেল। ঢাকার নীলক্ষেত মোড়। লোকজনের ভিড় লেগেই আছে। যানবাহনের শব্দ, মানুষের কোলাহলে মুখর মিরপুর রোড। এক মুহূর্তে পাল্টে গেল রাস্তার পরিবেশ। ফুটপাথের কিছু মানুষ 'ধর ধর! গেল গেল!' বলে ছুটে গেল রাস্তার মাঝখানে। দানব এক বাস চাপা দিয়েছে একজনকে। লোকজন ছুটে যেতেই মানুষটি আর নেই! কাছেই ঢাকা কলেজ। সেই কলেজের কয়েকজন ছাত্র ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে তাদেরই এক পরিচিত মুখ রাস্তায় নিথর পড়ে আছে! খবর চলে গেল কলেজে। ছুটে এলো অনেকেই। তাদেরই মধ্যে দু'জন রায়হান ও আকিব। ভিড় ঠেলে মৃত মুখটার দিকে তাকাতেই স্তব্ধ হয়ে গেল দুই বন্ধু। দুর্ঘটনায় নিহত তরুণের নাম আলতাফ! তাদের প্রাণের বন্ধু।

বছর দুই-এক আগের দুঃসহ স্মৃতি স্মরণ করছিল রায়হান ও আকিব। সেদিন সন্ধ্যায় ব্যস্ত রাস্তার মাঝখানে মৃত বন্ধুকে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল তারা। ঘণ্টা কয়েক আগেও যে ছিল জলজ্যান্ত একজন মানুষ, এক মুহূর্তের দুর্ঘটনায় সে 'লাশ'! বন্ধুর সেই লাশ কোথায় নেয়া যায়, কীভাবে নেয়া যায়? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর মিলছিল না। কোনো হাসপাতালই সাড়া দিচ্ছিল না অ্যাম্বুলেন্স চাওয়ার পর। কেউ একজন এসে পরামর্শ দিলো আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের ব্যাপারে। ফোন করা হলো। মিনিট বিশেক পরে আঞ্জুমান থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স এলো। বন্ধুর লাশ নিয়ে বাগেরহাটে রওনা হলো রায়হান, আকিব ও তাদের বাকি সহপাঠীরা।

আঞ্জুমান মুফিদুলে এক বেলা

৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৫। ঢাকার গেণ্ডারিয়ার এসকে দাস রোডের ৫ নম্বর বাড়ি। রাস্তার পাশের এই বাড়িটির ফটকের ওপরে লেখা 'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম গেণ্ডারিয়া কার্যালয়।' খোলা প্রধান ফটক। ভেতরে ঢুকে পড়ি আমরা। ঢোকার মুখে ডানে একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। আরো খানিকটা এগোতেই দালানের নিচতলায় কার্যালয়। আমরা গিয়ে বসলাম আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের ডিউটি অফিসারের কক্ষে।

হন্তদন্ত হয়ে সেই কক্ষে ঢুকলেন একজন মধ্যবয়সী। চোখমুখে রাজ্যের অনিশ্চয়তা। যতটা দ্রুত এসেছেন তার চেয়েও দ্রুত জানালেন তার অ্যাম্বুলেন্স দরকার। ডিউটি অফিসার লোকটির কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা, গন্তব্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে বললেন, 'ব্যবস্থা হয়ে যাবে'। অনিশ্চয়তার রেশ না কাটলেও অ্যাম্বুলেন্স পেয়ে যে সাময়িক স্বস্তি পেয়েছেন, মধ্যবয়সী লোকটিকে দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল।

'ঢাকা মহানগরীর ভেতর আমরা বিনা মূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সেবা দেই। যেকোনো ধর্ম-বর্ণের মানুষ এই সেবা নিতে পারেন।' নিজেদের কার্যক্রম নিয়ে বলতে শুরু করলেন ডিউটি অফিসার মহিউদ্দিন মজনু। মনে পড়লো প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক কাজী আবুল কাসেমের কথা। তিনি বলেছিলেন, 'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম বেওয়ারিশ লাশ দাফনের জন্য পরিচিত হলেও আমাদের রয়েছে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম।'

তাদের সেসব কার্যক্রমের কয়েকটি রয়েছে গেণ্ডারিয়াতেই। সেদিন আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি তারই কয়েকটিতে। যেমন ৫নং এসকে দাস রোডের বাড়িটির নিচতলার অংশ ছাড়া পুরো ভবনটি মেয়েদের এতিমখানা। যেটি পরিচিত 'হোম' নামে। সেখানে আছে ১৩০ জন এতিম শিশু ও কিশোরী।

'হোমের' দায়িত্বে থাকা সুপারের অনুমতি নিয়ে আমরা যাই ভিতরে। দুপুরের খাবার পর্ব তখন শেষ। ২০-২৫ জন শিশু বসে গেছে বই নিয়ে পড়তে। তাদেরই একজন সানজিদা আক্তার। বাবা মারা গেছেন। মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই চোখ জোড়া ছলছল করে উঠলো। খানিক পরই চলে এলেন শিক্ষিকা রেহানা আক্তার। হাসিমুখে বললেন, 'আমি একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়াই। আর এখানে পড়াই বিকেলে। শিশুদের কাছে এলে শান্তি পাই।' আমাদের আলোকচিত্রী ততক্ষণে ক্যামেরা বের করেছেন ছবি তোলার জন্য। সানজিদা আক্তার হঠাৎ হাওয়া! একটু পর দেখা গেল নতুন জামা পরে সে হাজির। মুখে চওড়া হাসি। ছবি তুলবে সে। ছবি তোলার পাট চুকালে 'হোম' থেকে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি আমরা।

এসকে দাস রোড ধরে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে ১২/১ অক্ষয় দাস লেন। পুরনো দোতলা এই বাড়িটি আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের জুনিয়র স্কুল। সেখানে এতিমখানার শিশুরা ছাড়াও অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরাও পড়ার সুযোগ পায়। আমরা স্কুলে ঢুকতে ঢুকতে ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেছে। তবে সামনে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা, তাই তাদের জন্য বাড়তি ক্লাস নেয়া হচ্ছিল। পাশের আরেকটি কক্ষে কম্পিউটার ল্যাব। সেখানে ব্যবহারিক ক্লাস করে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। মন দিয়ে ক্লাস করছিল দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী নাসরীন জাহান। জিজ্ঞেস করলাম, 'বড় হয়ে কী হতে চাও?' নাসরীন কিছু না ভেবেই বললো, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রকৌশল পড়তে চাই।' নাসরীনের 'জীবনের লক্ষ্য' শুনে হাসি ফুটলো কম্পিউটার প্রশিক্ষক আতিকুর রহমানের মুখে। বললেন, 'নাসরীন খুব ভালো ছাত্রী। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়েছে। ওকে নিয়ে আমরা দারুণ আশাবাদী।'

গেণ্ডারিয়া থেকে আমরা চলে আসি আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের উত্তর মুগদার অফিসে। এই কার্যালয়টিকে বলা হয় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের সেবাকেন্দ্র। এখানেই থাকে অধিকাংশ অ্যাম্বুলেন্স। এ ছাড়া এখানে রয়েছে দাফন সেবাকেন্দ্র। মুগদা কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানটির সহকারী পরিচালক (সেবা) আবদুল হালিম বললেন, 'আমরা বেওয়ারিশ লাশ নিশ্চিত হই পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। তারপর আজিমপুর ও জুরাইন কবরস্থানে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।'

আরো যত উদ্যোগ

বেওয়ারিশ লাশ দাফনের পাশাপাশি সামাজিক নানা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় চারটিসহ সারা দেশে গড়ে তুলেছে

৮টি এতিমখানা, দু'টি জুনিয়র হাইস্কুল, দু'টি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। দরিদ্র মানুষকে কর্মমুখী করার জন্য রয়েছে 'দারিদ্র্যবিমোচন প্রকল্প'। রয়েছে দুস্থ বয়স্ক ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা। দুর্যোগের সময় সরকারকে সহায়তা ও গরিব-নিঃস্ব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ ও ত্রাণ বিতরণের কাজও নিয়মিত করে প্রতিষ্ঠানটি। সঙ্গে চিকিৎসাসেবা ও পুনর্বাসনের কাজেও তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। বছরের বিভিন্ন সময় ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিটের মাধ্যমে করা হয় সুন্নতে খতনা ক্যাম্প। এ ছাড়া বিশ্ব ইজতেমার সময় মুসলিদের চিকিৎসাসেবাও দেয় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম।

বেওয়ারিশ লাশের আপন ঠিকানা

মানবজমিনে প্রকাশিত রিপোর্টটি লিখেছেন কাজল ঘোষ। মানবজমিনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, শুধুমাত্র একটি ফোন কলই যথেষ্ট, আঞ্জুমান ছুটে আসবে আপনার কাছে। শুধু বেওয়ারিশ লাশ দাফনের মধ্য দিয়েই কর্মকাণ্ড সীমিত রাখেনি আঞ্জুমান। বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়ার জন্য ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন, দরিদ্র মুসলমান বালকদের বিনামূল্যে সুন্নতে খাতনা, গরিব অসহায় মানুষকে আত্ম-কর্মসংস্থান, বৃদ্ধদের মাসিক ভাতা প্রদান, এতিমখানা, স্কুল-কলেজ ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কারিগরি শিক্ষায় এতিম ছেলেমেয়েদের যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে আঞ্জুমান। মানুষের দান-খয়রাতেই পরিচালিত হচ্ছে বিশাল এই কর্মযজ্ঞ।

In Life and Death

Anika Hossain: In the early 20th century, when India was still under the Colonial rule, there was deep seated trouble between its Hindu and Muslim communities. Riots broke out regularly daily and violence took the lives of many. Dead bodies were strewn all over the streets and many were either claimed by medical facilities or thrown into the nearest rivers. During this time, a man named Sheth Ibrahim Mohammad Dupley who was a resident of the Surat community, took offense to the way his Muslim brothers' bodies were being disposed of. He appealed to the British government for permission to bury them in an Islamic manner. When the permission was granted in 1905, he formed an organization in Kolkata named Anjuman Mufidul Islam, which buried unclaimed dead bodies of Muslims found in the city.

Many well respected members of the community took on the role of President and developed this organisation over the years. In September of 1947, after the partition of India and Pakistan, Anjuman's head office was set up in Dhaka through the help and support of many benevolent members of the society.

Now, more than a century later, Anjuman Mufidul Islam, has grown and developed into much more than an organisation providing burial service. It is now one of the largest social welfare institutions in the country, under the leadership of the recently elected chairman, Shamsul Haque Chisti, a former secrerery to the govornment of bangladesh.

Nusrat Jahan, who is the supervisor of the girl's orphanage in Gandaria has her hands full with 139 little ones. “I try and keep them busy by teaching them household chores like cooking and cleaning,” says Jahan. “In the evenings they have a home tutor for their school subjects and an Arabic tutor who teaches them to read the Quran. They also watch a little TV everyday. They are all so naughty and restless-- it's sometimes hard to manage them, but they are like my family,” she says.

The orphanages run by Anjuman not only house children who have lost either one or both parents, they also take in children whose guardians are living in poverty and cannot support them. “The orphans come to us through reference,” says executive director, Kazi Abul Kashem. “Two of our managing committees are solely dedicated to the care of our orphan boys and girls and they select the children who come to us. The primary applications are collected by these committees who make sure all the necessary documents are submitted, proving that the children are either orphans or underprivileged.”

Many members of the downtrodden and neglected community residing in our country, place their faith in Anjuman's benevolence. “I will never forget an incident that took place one Shab-e-Barat,” recalls former chairman of Anjuman, A B M G Kibria, “A group of beggars pooled together the money they made that night and donated it to Anjuman. When we asked them why they were parting with their limited income, they said they are giving it to the one place they know, that will take care of them when they needed help, even after they pass away. Every time I remember this, it strengthens my faith in the work we are doing.”

A common misconception people have about Anjuman is that they only cater to the Muslim community. “We will look after anyone who needs our help,” says Kibria. “For example, if we find a dead body of a Hindu person, we will find an organisation which will cremate the body for us. The problem is, people from other religions assume we will only help Muslims and don't come to us for assistance.”

Upon learning about Anjuman and observing its endeavours, many well known and respected people (political figures, businessmen, philanthropists etc) of our society have become active members. To become a member, one must submit an application to the administrative committee of Anjuman. If this is accepted, one must pay Tk 15,000 in order to join. Anjuman Mufidul

Islam welcomes members who will be active participants in the running, management and fund raising ventures of the organisation.

(excerpts from Daily star weekend magzine, march 30, 2012)

সংবাদপত্র ছাড়াও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে নিয়ে একাধিক রিপোর্ট প্রচারিত হয়েছে।

অধ্যায়-২৪

ওয়েবসাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আঞ্জুমান

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের ওয়েবসাইটে এর প্রতিটি কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া রয়েছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সক্রিয় রয়েছে আঞ্জুমান। ইউটিউব চ্যানেলে আঞ্জুমানের বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিডিও রয়েছে। নিম্নে ফেসবুক আইডি, পেজ, ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেয়া হলো–

https://www.facebook.com/hoffice.ami.1
https://www.facebook.com/anjumanmibd.org
https://www.youtube.com/channel/UCD5_XuUEVZxCj_pwfw1af3A
মেইল: anjuman.m.i.bd@gmail.com
web: www.anjumanmibd.org

অধ্যায়-২৫

আঞ্জুমানের প্রকাশনা

আঞ্জুমানের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক বুলেটিন আঞ্জুমান বার্তা। এছাড়াও আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের বেশ কিছু প্রকাশনা রয়েছে। বার্ষিক সাধারণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। দুস্থ এতিম ও দরিদ্র গণমানুষের সন্তানদের আত্মনির্ভরশীল মানবসম্পদে উন্নত করার লক্ষ্যে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের শিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকাশনাও রয়েছে। রয়েছে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের শতবর্ষ উদযাপন স্মরণিকা, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের আজীবন ভাতাপ্রাপ্ত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধারা শীর্ষক প্রকাশনা।

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম

স্থাপিত : ১৯০৫ খ্রিঃ

Societies Registration Act XXI of 1860-এর অধীনে নিবন্ধিত